১০২তম ও ১০৩তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ পৌষ ১৪২৪, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থী নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ,

ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিজয়ের এ মাসে ১০২তম ও ১০৩তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে সকলকে জানাই মহান বিজয়ের শুভেচ্ছা। সাফল্যের সাথে এই কোর্স সম্পন্ন করায় প্রশিক্ষণার্থীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের সঙ্গে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। উচ্চপদে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত আয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন। জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করেছেন। জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সাড়ে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন না হলে আজ হয়তো আমরা অনেকেই এই অবস্থানে আসতে পারতাম না।

তিনি স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে হাত দেন। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে এনে দেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের উন্নয়ন শুরু করে। ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে আমরা উন্নয়নের স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের আগেই একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই আমরা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বজনীন শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক সফল এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

গত অর্থবছরে রেকর্ড ৭.২৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০৫ সালে দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫ সালে ছিল ৫৪৩ ডলার। এখন তা বেড়ে ১ হাজার ৬১০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। আর এখন রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমরা নিজেদের অর্থ দিয়ে পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছানোর জন্য আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রায় ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু করেছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা আট কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা National E-Service System চালু করেছি। বর্তমানে ৫৭টি মন্ত্রণালয়, ১৭৮টি অধিদপ্তর এবং ১৯৪৮টি সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রায় ২৬ হাজার স্কুলে সাফল্যের সাথে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আমাদের সরকার জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট। আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আপনাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করেছি। ভবিষ্যতে এ ধরণের সুযোগ আরও বাড়বে। বিসিএস প্রশাসন একাডেমির অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একাধিক প্রকল্প চলমান আছে।

আমি ১৯৯৮ সালে একাডেমির নতুন ৯তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। ২০০১ সালে এটি উদ্বোধন করতেও আমি এখানে এসেছিলাম। সরকারের বর্তমান মেয়াদে এ ভবনটির ১৫তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একাডেমি লাইব্রেরির মুক্তিযুদ্ধ কর্নার গত বছর আমি উদ্বোধন করেছি।

মানবসম্পদ উন্নয়ন তত্ত্ব মতে, একজন কর্মচারী দক্ষ হলেও তাঁর দক্ষতার সবটুকু কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ নাও করতে পারেন, যদি তার জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা না থাকে। তাই আমরা জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এ বেতন প্রায় দ্বিগুণ করেছি। জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে তাঁদের উদ্যোমী কর্মকান্ডের স্বীকৃতি প্রদানে আমরা একাধিক পুরস্কারের আয়োজন করেছি। জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদান করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রণয়ন করেছি ইনোভেশন ফান্ড।

সরকারি কর্মচারিদের অন্যতম বড় প্রণোদনা হ'ল তাঁদের পদোন্নতি। ২০০৯ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সচিব পদে ১৪৪ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৮৪৩ জন, যুগ্ম-সচিব পদে ১৬৭৩ জন এবং উপসচিব পদে ১৯৮১ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এত অধিক সংখ্যক পদে পদোন্নতি অন্য কোন সরকারের সময় দেওয়া হয়নি।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের কারিগর হচ্ছেন আপনারা। এই ক্যাডারের সদস্য হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব অনেক। আপনাদের বিভিন্ন ধরণের কাজের পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কাজে সমন্বয়কের দায়িত্বও পালন করতে হয়। পাঁচ মাসের প্রশিক্ষণে আপনারা যে দক্ষতা অর্জন করলেন, তা আপনাদের কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। দক্ষতা অর্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই প্রতিনিয়ত শেখার আগ্রহ ও অন্যান্য দপ্তরের সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতামূলক পেশাদার সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

আপনারা যাঁরা মাঠ প্রশাসনে কাজ করবেন তাঁদের জনগণের সমস্যা আন্তরিকভাবে সমাধানের আগ্রহ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে নথিপত্র স্বাক্ষর করাই কর্মকর্তাদের একমাত্র কাজ নয়। গতানুগতিক দাপ্তরিক কাজের বাইরে স্থানীয় মানুষের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণ সাধনে উদ্ভাবনমূলক কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আপনাদের মত নবীন কর্মকর্তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করতে হবে। দ্রুত পরিবর্তশীল এই সময়ে continuous self development এর মাধ্যমে নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের প্রতিদিনের দাপ্তরিক কর্মকান্ড উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা চাই ''নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, সেবাবান্ধব প্রশাসন''।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আপনারা এ দেশের স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি, যাঁরা বিভিন্নভাবে জনগণের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। এ জন্য আপনাদের ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সেবা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে শিখেছি, মানুষের যত কাছাকাছি যেতে পারবেন, ততই আপনি তাঁদের জন্য ভাল কিছু করতে পারবেন।

আপনারা প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব নিয়ে মাঠ পর্যায়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। সেখানে দেখবেন একদিকে যেমন সমস্যা রয়েছে, অন্যদিকে আছে সম্ভাবনার অবারিত দিগন্ত।

দেশের সাধারণ মানুষ ক্রমাগত তাদের অসাধারণ প্রচেষ্টায় সে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে চলেছেন। সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলোকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। জাতির পিতা বলেন, ''সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন। মানুষের সেবা করার মত শান্তি দুনিয়ার আর কিছুতেই হয় না।''

আমি আশা করি, আপনারা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। দেশের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবেন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...